تَقْبِيْلُ الْاِبْهَامَيْنِ عِنْدَ سِمَاعِ بِاِسْمِ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'র নাম মোবারক শ্রবণে বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা চুম্বন বিধান

محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী

প্রকাশনায়
আনজুমানে কাদেরীয়া চিশ্তীয়া আজিজিয়া বাংলাদেশ

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَقْبِيْلُ الْاِبْهَامَيْنِ عِنْدَ سِمَاعِ بِاسْمِ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ

রাসূল(ﷺ)'র নাম মোবারক শ্রবণে বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা চুম্বন বিধান

রচনায়
মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী

প্রকাশনায়

আন্জুমানে কাদেরীয়া চিশ্তীয়া আজিজিয়া বাংলাদেশ

রাসুল ﷺ'র নাম মোবারক শ্রবণে বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা চুম্বন বিধান

রচনায় ঃ

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী (মা.জি.আ.)

সার্বিক তত্ত্বধানে ঃ

শাহজাদা আল্লামা আবুল ফরাহ্ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন
অধ্যক্ষ: ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মূঈনীয়া কামিল মাদ্‌রাসা

অনুবাদ ঃ

এম. এম. মহিউদ্দীন
শিক্ষক: ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মূঈনীয়া কামিল মাদ্‌রাসা
নির্বাহী সম্পাদক: মাসিক আল-মুবীন

প্রকাশকাল ঃ

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৯ইং, মাহে রজব ১৪৩০ হিজরী
দ্বিতীয় প্রকাশ: জুন ২০১২ইং, মাহে রজব ১৪৩৩ হিজরী
তৃতীয় প্রকাশ: জানুয়ারী ২০১৮ইং, রবিউস্‌সানি ১৪৩৯ হিজরী

গ্রন্থস্বত্ব ঃ

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আর্থিক সহযোগীতায় ঃ

আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া আজিজিয়া বাংলাদেশ
ফয়জুল্লাহ সারাং বাড়ী শাখা, দক্ষিণ ওমানমর্দন, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া ঃ ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

সম্মানিত ওলামা ও সূফীয়ায়ে
কেরামদের স্মরণে

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

সুচীক্রম

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	অবতরণিকা..	০৬
২।	অনুবাদকের কথা..	০৯
৩।	ফতোয়া..	১০
৪।	রাসুলের নাম মোবারক শ্রবণ করতঃ আঙ্গুল চুম্বন ও চোখে লাগা মুস্তাহাব ও পূণ্যের কাজ..	১১
৫।	আঙ্গুল চুম্বনের উপর হাদীস ও ফকিহ-ছালেহীনদের বর্ণনা.......	১২
৬।	আঙ্গুল চুম্বন করার উপকারিতা....................................	১৫
৭।	হযরত মুছা (আঃ) এর একজন উম্মত তওরাত কিতাবে রাসুলের নাম মোবারক সম্মান করার প্রতিদান......................	১৫
৮।	সাহাবায়ে কেরামগণ উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার পিছনে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা ব্যতীত আর কি?.......	১৭
৯।	নেক কাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিণাম........................	১৮
১০।	রাসুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে রয়েছে আল্লাহর অশেষ করুণাধারা..	২০
১১।	ইঞ্জিল ও তাওরাত কিতাবে রাসুলের নাম মোবারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কারীদের পরিণাম ফল...............	২০
১২।	রাসুলের নাম শ্রবণ করতঃ চুম্বন পূর্বক চোখে লাগানোর ফলে রোগ ব্যাধী ও ব্যাথা-বেদনা দূরীভূত হওয়ার কয়েকটি পরীক্ষিত আমল....	২২
১৩।	আঙ্গুল চুম্বনের নিয়ম ও দোয়া......................................	২৪
১৪।	হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দেসীনে কেরামদের নিয়মাবলী........	২৫
১৫।	খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত পালনের আবশ্যকতা..............	২৭
১৬।	আহলে ইলমের অনুসরণ ও অনুকরণও বিশুদ্ধ হাদীসের পর্যায়ভূক্ত..	২৮
১৭।	নেক ও ভাল কর্মের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হাদীস আবশ্যক নয়..........	২৮
১৮।	হাদীস দ্বারা মাসআলা নির্গতের বিভিন্ন পর্যায়.......................	২৯
১৯।	আঙ্গুল চুম্বনের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্যের কারণ........................	৩১
২০।	তাফসীরে জালালাইনের ব্যাখ্যাগ্রন্থে আঙ্গুল চুম্বনের বর্ণনা........	৩৩
২১।	আঙ্গুল চুম্বনের ব্যাপারে ফকিহ্দের অভিমত........................	৩৫
২২।	আঙ্গুল চুম্বন হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম এর সুন্নাত..........	৩৭
২৩।	আঙ্গুল চুম্বন হযরত আবু বকর (রা.) এর আমল..................	৩৯
২৪।	আঙ্গুল চুম্বনে চোখ যাবতীয় রোগ-ব্যাধী এবং অন্ধত্ব মুক্ত থাকবে	৪০
২৫।	দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে পাওয়ার একটি পারীক্ষিত আমল..............	৪২
২৬।	মহান আল্লাহর নাম শ্রবণে জাল্লা জালালুহু বলা মুস্তাহাব পক্ষান্তরে রাসুলের নাম শ্রবণে দরূদ শরীফ পাঠ আবশ্যক........	৪৩
২৭।	একটি গ্রহণযোগ্য সূক্ষ্ম ও রহস্যময় জ্ঞানতত্ত্বের বর্ণনা.............	৪৫
২৮।	আজান ও ইকামত প্রাসঙ্গীয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা......	৪৫

অবতরণিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْـحَـمْـدُ لِـلّٰـهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّـلَامُ عَلٰى خَيْرِ الْخَلْقِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ .

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَجِدَ مَافِىْ عِلْمِ اللّٰهِ صَـلٰـوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّم –

اَمَّا بعد

সর্ব দিক দিয়ে অনুপযুক্ত অধম নালায়েক মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী মুসলিম ভাইদের খেদমতে আরজ করছি যে, নবীয়ে মোকার্‌রাম শফীয়ে মোয়াজ্জম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র নাম মোবারক শ্রবণ করতঃ চুম্বন করা মুস্তাহাব। হানাফী, শাফেয়ী ইত্যাদি মাজহাবের উল্লেখযোগ্য ফিকাহ্ গ্রন্থে এটি মুস্তাহাব হওয়ার উপর সুস্পষ্ট দলিল বিদ্যমান রয়েছে এবং সাথে সাথে অসংখ্য হাদীস দ্বারাও এটির প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে কিছু সংখ্যক ইসলাম তথা মুসলমান দাবীদার এহেন পুণ্য ও সাওয়াবময় কর্মকে অস্বীকার করে বেদা'ত হিসাবে প্রচার করে থাকে এবং এর উপর আমলকারীকে বেদাতী বলে সহজ-সরলমনা মানুষকে বেদা'তে ছাইয়্যেয়া তথা নিকৃষ্ট ও খারাপ আবিস্কার বলে দূরে সরে রাখার চেষ্টায় লিপ্ত।

অধমের নিকট কয়েকজন বন্ধু ও আপনজন এই মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার নিমিত্তে এর প্রকৃত সমাধান কি তা জানতে চান। যদিওবা ওলামায়ে আহলে হক এই মাসআলা সম্পর্কে খুবই সুন্দরভাবে দলিলাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাদের বক্তব্যের মাধ্যমেও তুলে ধরেছেন। আর বিরুদ্ধাচারণকারীদের জবাবও বিভিন্ন লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তারপরও সম্মানিত পাঠকদের সম্মুখে এর প্রকৃত বিধান সম্পর্কে উপস্থাপন করছি। অত্র পুস্তিকায় অধিকাংশ দলিল সংগৃহীত করেছি, আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শাইখুত্ তাফ্সীর আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী মাদ্দা জিল্লুহুল আলী'র রচিত গ্রন্থ হতে।

অত্র পুস্তিকার নাম—

"تَقْبِيْلُ الْاِبْهَامَيْنِ عِنْدَ سِمَاعِ بِاسْمِ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

নামকরণ করেছি। যা ওলামা ও সুফীয়ায়ে কেরামদের নামে উৎসর্গ করলাম।

আমাদের বর্তমান সময়টা হচ্ছে ফিত্না-ফাসাদ, বিশৃংখলা, মতানৈক্য এবং মতপার্থক্যের যুগ, সাথে সাথে রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটাও কম নয়, আমিত্ব এবং আত্মগৌরবের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই। মত-পার্থক্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। মিল্লাত ও ইসলামের মধ্যে অসংখ্য কুসংস্কার ও মরিচায় জর্জরিত, আর খুন-খারাবি ও রক্তপাত উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সত্য প্রায় বিলুপ্তির পথে। চরিত্রহীন ও অধঃপতনের আলামত বৃদ্ধি পেতে চলছে। সম্ভবতঃ এমন অবস্থা পূর্বে ছিল না। ঐক্যের বন্ধন খন্ড-বিখন্ড হয়ে পড়েছে। এহেন পরিবেশ দেখে মানুষের আত্মা উচ্চস্বরে চিৎকার করে আওয়াজ করছে- হায় আফসুস্!

বর্তমান এহেন বিশৃংখলা ও অধঃপতনময় কৃতের মোকাবেলা করে এর থেকে উত্তোরন ও পরিত্রাণ সম্ভব কেবলমাত্র ওলামায়ে দ্বীনদের প্রচেষ্টা। তারা যদি চাহে শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এহেন বিশৃংখলা ও কুসংস্কারকে রুখতে পারে। তবে আমাদেরকে আফসুস্ করে বলতে হচ্ছে যে, মিল্লাতে ইসলামীয়াকে ঐক্যবদ্ধ রাখা দূরের কথা বরং আলেম ও পীর ফকীরগণরাই এক একজনে কয়েকটি দল-উপদল সৃষ্টি করে চলছে। ঐক্যের শিক্ষার পরিবর্তে এক একটি মাসআলা নিয়ে কাওম (জাতি) ও মিল্লাতকে একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত করে দিয়েছে। তাদের অস্বীকারের দরুন পরিপূর্ণ দ্বীন হতে সরে গিয়ে তৌহিদ তথা

একাত্ববাদ ও ইশ্‌কে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে পড়ছে। তাদের বাহ্যিক বেশ-ভূষা দ্বারা সরলমনা মুসলমানরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। যার ফলাফল বেআদবী বিস্তার লাভ করছে। গ্রামে গ্রামে মুজতাহেদ সৃষ্টি হচ্ছে। আর প্রতিটি মুজতাহেদ বা মুফতি তাদের রায় ও মতকে সর্বশেষ ফতোয়া হিসাবে ঘোষণা করে চলছে। আল্লামা ইকবাল (রহঃ) বলেন;

اجتہاد اندر زمان انحطاط
قوم را برہم ہمی پیچد بساط

অর্থাৎ : সে সময়কার তাদের ইজতেহাদ পুরো কাওমকে ধ্বংস ও বরবাদির পথে ঠেলে দিবে। প্রকৃত সত্য প্রকাশ না হওয়ার কারণে। কিছু সংখ্যক লোক জেনে-শুনে প্রকৃত সত্য গ্রহণ না করার উপর অটল। যাদের মধ্যে জিদ ও হঠকারিতা বৃদ্ধি পেতেই চলেছে। আবার কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা ভুল ও গলতের সংস্পর্শে কিংবা স্বল্প জ্ঞানহেতু সত্য কথা উপলব্ধি করতে পারছে না مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِیَ لَهٗ এর পর্যায়ভূক্ত হিসাবে। তাদেরকে কারো দলিল দ্বারা উপকার হবে না। কেবল তারা ভুল ও গলতের মধ্যেই লিপ্ত। তারা তাদের দলিলকে প্রকৃত সত্য বলে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। একমাত্র আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

مَوْلَايَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

(হে মাওলা! আপনার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবিরাম দরূদ ও সালাম যিনি সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ঠ।)

বেরাহ্‌মাতেকা এয়া আর হামার রাহেমীন।

গ্রন্থকার
মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্‌-কাদেরী

২রা মার্চ ২০০৯ইংরেজী
৪ঠা রবিউল আউয়াল ১৪৩০ হিঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ .

আজানের মধ্যে শাহাদাত বাক্য "আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ" শ্রবণ করত: আঙ্গুল চুম্বন পূর্বক চোখে লাগানোর বিধান সম্বলিত হাদীস ও ফকিহগণের মতামত ও যুক্তি দলিলাদি বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ও সর্বজন স্বীকৃত গ্রহণযোগ্য কিতাবাদির উদ্ধৃতি উল্লেখ পূর্বক বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা শাইখে তরিকত পেশোয়ায়ে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্‌-কাদেরী মাদ্দাজিল্লুহুল আলী রচিত "তাক্‌বীলুল ইব্‌হেমাঈন ইন্‌দা ছেমায়ে বে-ইছমে সৈয়্যদিল কাওনাইন" নামক পুস্তিকাটি আমি অধমকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরের জন্য প্রকাশনা সংস্থা আনজুমানে কাদেরীয়া চিশতীয়া বাংলাদেশ'র পক্ষ হতে দায়িত্ব দেয়া হয়। অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমার রূহানী পথ প্রদর্শক সম্মানিত মুর্শিদ কেবলা আল্লামা আজিজুল হক আল-কাদেরীর শুভ দৃষ্টি ও দোয়ায়ে খায়েরকে একমাত্র পূজি করে মূল কিতাবের ভাবার্থ যথাযথভাবে তোলে ধরার চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। তারপরও মানুষ মাত্রই ভুল সে প্রবাদ বাক্যের আলোকে ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পাঠকের নিকট ভুল-ক্রুটি গোচরীভূত হলে প্রকাশনা সংস্থাকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা শোধরীয়ে নেবে।

পরিশেষে অত্র কিতাব প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন আল্লাহপাক তাদেরকে যথাযথ বদলা দান করুন এবং কিতাবটি পাঠে উপকৃতের কিঞ্চিৎ পূণ্য অধমের জন্য বরাদ্দ করবেন এই কামনায়-

এম. এম. মহিউদ্দীন
শিক্ষক- ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া
মূঈনীয়া কামিল মাদ্‌রাসা
নির্বাহী সম্পাদক-মাসিক আল-মুবীন।

ফতোয়া

নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম মোবারক আজান ও ইকামতে শ্রবণ পূর্বক আঙ্গুল চুম্বন করে চোখের মধ্যে রাখার বিধান কি? কারণ কোন কোন অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচারনকারী এটিকে বেদাত বলে মত পোষন করে বলে থাকে যে, চুম্বনকারীরা আজানের জবাব এবং দোয়া-দরূদ শরীফ পাঠ করা বর্জন করে কেবলমাত্র আঙ্গুল চুম্বন করাকে ওয়াজিব মনে করে থাকে। এটি কোরআন-হাদীস সম্মত কি না?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাসুলের নাম মোবারক শ্রবণ করতঃ আঙ্গুল চুম্বন ও চোখে লাগা মুস্তাহাব ও পূণ্যের কাজ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْن

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ جَلاءِ الْعُيُوْنِ وَمُنِيْرُ الْكَوْنِ وَالْمَكْنُوْنِ سَيِّدُنَا سَيِّد الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْن مَوْلَانَا مَوْلٰى الْعَالَمِيْن مَا وَاى الْمُجْرِمِيْنَ مُحَمَّدنِ الْمُصْطَفٰى اَحْمَدنِ الْمُجْتَبٰى وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ اَجْمَعِيْن.

আজান ও ইকামতের প্রাক্কালে হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম মোবারক শ্রবণ পূর্বক আঙ্গুল চুম্বন করে চোখের উপর রাখা মুস্তাহাব এবং এতে অনেক ছাওয়াব ও পূণ্য নিহিত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কোন আলেম এটিকে ওয়াজিব বলেননি, আর না ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কোন কিতাবে এটি করাকে ওয়াজিব বলে লিখেছে। আমরা কস্মিনকালেও আঙ্গুল চুম্বন করাকে ওয়াজিব হিসাবে গ্রহণ করিনি, বরং আমরা এই মোবারক ও মর্যাদাপূর্ণ আমল ও কর্মকে মুস্তাহাব হিসাবে গ্রহণ করে থাকি। এই কর্মের উপর অসংখ্য হাদীস এবং ফকিহ-ছালেহীনদের বর্ণনা বিদ্যমান।

আঙ্গুল চুম্বনের উপর হাদীস ও ফকিহ-ছালেহীনদের বর্ণনা

নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

"মুজ্মেরাত" নামক ফিকাহ্'র কিতাবে উল্লেখ আছে;

قَـالَ عَلَيْهِ السَّلَام مَنْ سَمِعَ اِسْمِىْ فِى الْاَذَانِ فَتَقَبَّلَ ظُفْرَىْ اِبْهَا مَيْهِ وَمَسَحَ عَلٰى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْم اَبَدًا.

অর্থাৎ: রাসুল সল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন; যে ব্যক্তি আজানে আমার নাম মোবারক শ্রবণ করত: আঙ্গুল চুম্বন পূর্বক চোখে লাগিয়েছে সে ব্যক্তি কখনো অন্ধ হবে না।

"সালাতে মাসউদী"তে রয়েছে;

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰواةُ وَالسَّلَام مَنْ سَمِعَ اِسْمِىْ وَوَضَعَ اِبْهَامَيْهِ عَلٰى عَيْنَيْهِ فَانَا طَالِبُهُ فِى صُفُوْفِ الْقِيَامَةِ وَقَائِدُهُ اِلٰى الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ: রাসুলে করিম সল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি আমার নাম শ্রবণ করত: আঙ্গুল চোখের মধ্যে লাগিয়েছে, আমি তাকে কিয়ামত দিবসে কাতারে তালাশ করে বেহেশতে নিয়ে যাব।

"মাক্বাছেদে হাসনা" নামক কিতাবে উল্লেখ আছে;

قَالَ الطَّاؤُسُ اِنَّهُ سَمِعَ مِنَ الشَّمْسُ الدِّيْن مُحَمَّد بْن اَبِىْ نَصَر الْبُخَارِى هَـذَا حَدِيْثٌ مِنْ قبل عِنْدَ سَمَاعِه مِنَ الْمُؤَذِّن كَلِمَةَ الشَّهَادَة ظُفْرَىْ اِبْهَامَيْهِ وَمَسَهَا عَيْنَيْهِ ، وَقَالَ عِنْدَ المسَ "اَللّٰهُمَّ احْفِظْ حَدْقَتِىْ وَنَوِّرْهَا بِبَرْكَةِ حَدْقَتِىْ مُحَمَّد رَسُوْل اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وَنَوِّرْهُمَا لَمْ يَعْم.

অর্থাৎ: তাউস বলেন: তারা খাজা শামসুদ্দীন আবী নছর বুখারী হতে এই হাদীসটি শ্রবণ করেছে যে; যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিন হতে কালেমায়ে শাহাদাত অর্থাৎ اَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدَ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্)শ্রবণ করত: আঙ্গুলের নখ চুম্বন করে চোখে লাগাবে এবং এই দোয়া পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ احْفِظْ حَدْقَتِىْ وَنَوِّرْهَا بِبَرْكَةِ حَدْقَتِىْ مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহ্ ফিজ্ হাদ্কাতী ওয়া নাওবেরুহা বে-বরকতে হাদ্কাতী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়া সাল্লামা।

সে ব্যক্তি কখনো অন্ধ হবে না। (মাক্বাছেদে হাসনা, পৃষ্ঠা নং- ২৮৫)

"মাক্বাছেদে হাসনা" গ্রন্থে আরো উল্লেখ রয়েছে যে;

عَنِ الْخضر عَلَيْهِ السَّلام اِنَه قَالَ حِيْنَ يسمَعُ المؤذّن يقولُ اَشْهَدُاَنَ مُحَمَّد رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَرْحَبًا بِحَبِيْبِىْ وَقُرَّةُ عَيْنِى مُحَمَّد بن عَبْد اللّٰه صَلّى اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّم" ثُمَّ يُقَبِّلُ اِبْهَامَيْهِ وَيَجْعَلُهُمَا عَلٰى عَيْنَيْهِ لَمْ يَرْمُدْ.

অর্থাৎ: হযরত খিজির আলাইহিচ্ছালাম হতে বর্ণিত; যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিন হতে اَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدَ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্) শ্রবণ করত: مَرْحَبًا بِحَبِيْبِىْ وَقُرَّةَ عَيْنِىْ مُحَمَّد بن عَبْد اللّٰه صَلّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (মার্হাবান্ বে-হাবীবী ওয়া কুর্রাতু আইনী মুহাম্মাদুবনু আবদিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা) পাঠ শেষে আঙ্গুল চুম্বন করত: চোখের উপর বুলিয়ে দিবে তার চোখ কখনো রমদ তথা অন্ধ হবে না, সে দেখতে পাবে।

ইমাম দাইলামী তার কিতাব "কিতাবুল ফেরদাউছ" এ উল্লেখ করেছেন যে: হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহ আনহু মুয়াজ্জিনের নিকট হতে اَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدَ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্) শ্রবণ করত: আঙ্গুল চুম্বন পূর্বক চোখে লাগান, তখন হুজুর সৈয়্যদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন;

مَنْ فعْلَ خَلِيْلِى فَقَدْ حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِى.

অর্থাৎ: যেমনি ভাবে আমার খলিল (বন্ধু) হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বি আল্লাহ আনহু করেছেন, তেমনিভাবে যে ব্যক্তি করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব ও অবধারিত থাকবে। (মাওজুয়াতে কবীর, কৃত মোল্লা আলী ক্বারী)

عَنِ الْحَسَنِ انَّهٗ قَالَ مَنْ حَيْنَ يَسْمَعُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رَّسُوْلُ اللّٰهِ "مَرْحَبًا بِحَبِيْبِىْ وَقُرَّةُ عَيْنِى محمد بن عبد الله" يقبل ابهاميه وَيَجْعَلُهَا عَلٰى عَيْنَيْهِ لَمْ يعمّ ولم يرمدْ.

অর্থাৎ: হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, যে ব্যক্তি اَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدَ رَّسُوْلُ اللّٰه (আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্) শ্রবণ করত: مَرْحَبًا بِحَبِيْبِىْ وَقُرَّةُ عَيْنِى محمد بن عبد الله (মারহাবান্ বে হাবীবী ওয়া কুর্‌রাতু আঈনী মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ্) এই দোয়া পাঠ করে আঙ্গুল চুম্বন পূর্বক চোখ মাছেহ করবে সে ব্যক্তি কোন অবস্থায় অন্ধ হবে না এবং তার চোখে ব্যাথা-বেদনা পরিলক্ষিত হবে না।

এমনিভাবে এই বিষয়ের উপর অসংখ্য হাদীস ও উদ্ধৃতি বিদ্যমান।

আঙ্গুল চুম্বন করার উপকারিতা

কিয়ামতের ময়দানে আঙ্গুল চুম্বনকারীদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতার হতে তালাশ করে বেহেশতে নিয়ে যাবেন।

এই পূণ্যময় কর্মের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামার সুপারিশ অর্জিত হবে, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট ফরমান।

উভয় চোখ সমস্ত বিমার (রোগ-ব্যাধী) ও অসুস্থতা হতে মুক্ত ও পরিত্রাণ থাকবে।

আঙ্গুল চুম্বন পূর্বক চোখে লাগানো হযরত ছৈয়্যদুনা আবুল বশর আদম আলাইহিচ্ছালামের সুন্নাত ও ত্বরিকা।

এই প্রসঙ্গে ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেজা খান ফাজেলে ব্রেলভী রহমাতুল্লাহে আলাই এর কিতাব "মুনিরুল আইন" গ্রন্থে সনদসহ গ্রহণযোগ্য কিতাব ও ফতোয়া হতে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম এই কর্ম অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক শ্রবণে চোখে চুম্বন দেওয়ার বদৌলতে অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিতে লোপ পায়নি। এই সুন্নাত ও ত্বরিকা দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান যে, বনী আদম (আদম সন্তান) কেও ছৈয়্যদুল মুরছালিন উভয় জাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা ও ছদকায় আল্লাহ পাক চোখের দৃষ্টি শক্তি হেফাজত করবে।

হযরত মুছা (আঃ) এর একজন উম্মত তওরাত কিতাবে রাসুলের নাম মোবারক সম্মান করার প্রতিদান

"সিরতে হালবী", "নুজহাতুল মাজালিস", "তারীখুল খামীছ" ও "খাছায়েছে কুবরা" ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে-

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ রাদ্বিআল্লাহ তা'লা আনহু বলেন: বনী ইসরাঈলে এমন একজন ব্যক্তি ছিল, যে পুরো একশত বছর গোনাহ ও খারাপ কাজের মধ্যে অতিবাহিত করে দিল। যখন তার মৃত্যু হল তখন বনি ইসরাঈলের লোকগণ তাকে কাপন-দাফন বিহীন ফেলে দিল। তখন মহান আল্লাহ তা'লার পক্ষ হতে হযরত মুছা আলাইহিচ্ছালামের নিকট নির্দেশ হল-

فَاَوْحٰی اللّٰہ اِلٰی مُوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام ان غسّله وَكَفَنه وَصَلی عَلَیْه فِیْ بَنِیْ اِسْرَائِیل .

অর্থাৎ: হে মুছা আলাইহিচ্ছালাম তাকে গোছল দাও এবং কাপন পরিধান করে বনী ইসরাঈলদের আহ্বান কর, তার উপর জানাজার নামাজ পড়। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে, আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন;

لِاَنَّهٗ نَظَرَفِی التَّوْرَاة فَوَجد اِسْم مُحَمَّد (صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) فَقبل وَوَضعه عَلٰی عَیْنَیہِ وَصَلّ عَلَیْہِ.

অর্থাৎ: এই জন্য যে, সে ব্যক্তি তাওরাত কিতাবে আমার মাহ্বুব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক অবলোকন পূর্বক এতে চুম্বন করত এবং চোখের উপর লাগাত আর দরূদ শরীফ পাঠ করত।

فغفرتُ له ذنوبه وزو جته حوراء

অর্থাৎ: এ জন্যই আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং হুর দান করেছি। (اخرجه فی النعیم فی الحلیة جلد/٣ ، صفه / ٣٢)

দেখুন সর্বময় কুদরতের অধিকারী আমাদের একমাত্র খালেক ও মালেক যিনি তাঁর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নাম নেওয়ার কারণে আশেকে রাসুলকে বেহেশতও দান করেছেন এবং বেহেশতের হুরও দান করেছেন।

تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو
ہم رسول اللہ کا جنت رسول اللہ کی

অর্থাৎ: তোমাদের এবং জান্নাতের মধ্যকার উদ্দেশ্য কি, দুরীভূত হও নজদী। আমরা রাসুনুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আর জান্নাত হচ্ছে রাসুলের।

যদি কোন ব্যক্তি সরলমনা মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য বলে যে, কোথায় যাচ্ছ, আল্লাহ পাক কেবলমাত্র রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামের বরকতে ক্ষমা করে দিবে। অতএব পূণ্য ও নেক কাজের প্রয়োজন কি?

আল্লাহপাক যেমনি ভাবে জব্বার, কাহ্হার ঠিক তেমনিভাবে করীম ও রহীম এবং ছত্তার ও গফ্ফারও। এই জন্যই সে ব্যক্তির নিকট এই কথা স্বাভাবিক ও মা'মুলী মনে হচ্ছে।

সাহাবায়ে কেরামগণ উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার পিছনে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা ব্যতীত আর কি?

হযরাত সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বি আল্লাহু আনহুমগণের জিন্দেগী তথা জীবন যাপনের উপর দৃষ্টিপাত করলে অনুধাবন যোগ্য যে তারা সে কি দুর্গম ও দুঃসাধ্য আমল ও কর্ম করেছেন যারদরুন মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদের মধ্যে গাউছ, কুতুব ইত্যাদি সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। এ সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম তাদের পুরো জীবন কুফর ও শিরক এর মধ্যে অতিবাহিত করেছে, কিন্তু শেষ জীবনে স্বল্প সময়ের জিন্দেগী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে ধন্য হয়ে তাঁর খেদমতে এসে বলে ছিলেন;

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ) তারা শেষ জীবনে কালেমা পাঠের বদৌলতে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা হওয়ার বুজুর্গী অর্জিত হয়েছে।

কেবলমাত্র এই পদমর্যাদা, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পিছনে মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছদকা ও উসিলা ব্যতীত আর কি?

নেক কাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিনাম

বিরুদ্ধাচরণকারী ও মোখালেপদের অন্তর শান্তি তথা ইত্মিনানে কলবের উদ্দেশ্যে আমি একটি বিশুদ্ধ হাদীস ও ঘটনা বর্ণনা করছি যা তাদের জন্য যথেষ্ট মনে করি।

মেশকাত শরীফের ২০৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে; হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন; পূর্ববর্তী যুগে এক ব্যক্তি ছিল, সে নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছে। অবশেষে সে একজন আলেমে দ্বীনের নিকট তার কৃতকর্মের জন্য তাওবা করতে চাইলে উক্ত আলেম সে লোকটিকে একজন রাহেব তথা সন্ন্যাসী বুজুর্গ পথ-প্রদর্শকের নিকট পাঠালেন। সে লোকটি উক্ত বুজুর্গ ব্যক্তির খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত ভাবে তাকে বলেন, উক্ত সন্ন্যাসী বুজুর্গ তার সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করতঃ বলেন; এ ধরণের লোকের তাওবা কবুল হবে না। ইহা শুনে উক্ত ব্যক্তি সে রাহেব সন্ন্যাসীকেও হত্যা করে ফেলল। এখন সে ব্যক্তি পুরো একশত লোককে হত্যা করল। এরপর কিছুটা অগ্রগামী হয়ে পুনরায় কোন আলেমে দ্বীনের নিকট তার তাওবার ব্যাপারে প্রশ্ন করল যে, তার তাওবা কবুল হবে কি না? উক্ত আলেম বলল কেন তোমার তাওবা কবুল হবে না?

উক্ত আলেম বলল তাওবা কবুলের ব্যাপারে কোন আড়াল ও বাঁধা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু তুমি অমুক গ্রামে যাও ঐখানে একজন আল্লাহর নেক বান্দা অবস্থান করেন, যিনি সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত, তুমি ঐখানে গিয়ে তাঁর সংস্পর্শে অবস্থান করে ইবাদত কর, তোমার গ্রামে আর কখনো যেয়ো না, এজন্য যে তোমার গ্রাম হচ্ছে খারাপ ও নিকৃষ্ট স্থান। ইহা শ্রবণ করতঃ উক্ত ব্যক্তি সে গ্রামের দিকে রওয়ানা দিল, যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করল ঠিক তখনই মালাকুল মাওত (মৃত্যুর ফেরেশতা) এসে উপস্থিত। এমনি অবস্থায় যখন সে উক্ত গ্রামের দিকে পা বাড়াল এরপর পরই মালাকুল মাওত এসে তার রূহ (আত্মা) কব্জ করে নিয়ে গেল।

فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فا وحى الله الى هذه ان تقربى والى هذه ان تبا عدى فقال قيسوا بينهما فوجد الى هذه اقرب بالشت نغفرله.

অর্থাৎ: রহমত ও আজাবের ফেরেশতাদের মধ্যকার ঝগড়া আরম্ভ হলে আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর পক্ষ হতে তারা উভয়ের পক্ষে ঐশীবাণী আসল যে, জমিন মাপার জন্য নির্দেশ হলো। এদিকে জমিনের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো কমিয়ে যাওয়া অর্থাৎ ঠিক অর্ধেক পথ পাড় হওয়ার স্থানে যেন সে ব্যক্তির অবস্থান হয়। পরিমাপের পর সে ব্যক্তিকে তার যাত্রার উদ্যেশ্যের দিকে بالشت অর্থাৎ: বিঘত পরিমাণ বেশী নিকটবর্তী পাওয়া গেল। এ জন্যই আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

জ্ঞাতব্য যে, আজাব ও রহমতের ফেরেশতা মৃত্যুর পর পরই উপস্থিত হয়ে যায়।

অনুরূপ ছহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে; এক বান্দাকে কেবলমাত্র কুকুরকে পানি পান করার কারণে ক্ষমা ও নাজাত দেওয়া হয়েছে। (বুখারী শরীফ)

রাসুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে রয়েছে আল্লাহর অশেষ করুণাধারা

জ্ঞাতব্য যে, পালনকর্তা প্রভূ মহান আল্লাহ তার বান্দাদেরকে কিভাবে মর্যাদাপূর্ণ রহম ও করুনাদ্বারায় ক্ষমা করেছেন। আমাদের আলোচ্য বর্ণনার মধ্যে রয়েছে রহমাতুলনিল আলামীন (বিশ্বের শান্তির কান্ডারী) শফীয়াল মুজনাবীন (গুনাহগারদের সুপারিশকারী) হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম মোবারকের মহৎ উসিলার কথা এবং যা আল্লাহর করুণা ও দয়ার প্রকাশ কেন্দ্র। কাজেই যেখানে হাবিবে কিব্‌রীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহৎ উসিলা হবে সেখানে আল্লাহর ফজল ও করম কি পরিমাণ হতে পারে? অর্থাৎ: রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে রয়েছে আল্লাহর অশেষ করুণা ধারা। যেমন; হযরত ছৈয়্যদুনা আদম আলাইহিচ্ছালামের তাওবা কবুল ও আদম সৃষ্টির মূলে এর অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান।

ইঞ্জিল ও তাওরাত কিতাবে রাসুলের নাম মোবারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কারীদের পরিণাম ফল

হযরত আল্লামা মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী রহমাতুল্লাহে আলাই "মুছনবী শরীফের" মধ্যে বলেছেন, ইঞ্জিল শরীফের মধ্যে ছৈয়্যদুল কাওনাইন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম মোবারক এর ফজিলত এবং তিনি যে সমস্ত নবীগণের সরদার ও তাঁর বুজুর্গী এবং উচ্চ মর্যাদার কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ ছাড়াও পবিত্র তাওরাত কিতাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সূরত ও শেকল তথা শারীরিক গঠন ও আকৃতির কথা বিস্তারিত ভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং তাঁর যুদ্ধ ও বিরত্বপূর্ণ সাহসিকতা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, রোজা ও নামাজ ইত্যাদিরও বর্ণনা ছিল।

طائفہ نصرانیاں بہرثواب
چورسیدندے بداں نام وخطاب
بوسہ وارندے بداں نام شریف
اونہادندے بداں وصف لطیف

অর্থাৎ: ঈসায়ীদের একটি গোত্র ও জমাত যখন তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ ইঞ্জিল কিতাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও সম্বোধন সূচক নাম মোবারক পর্যন্ত পৌছতেন (রাসুলের নাম মোবারক দেখার সাথে সাথে) ছাওয়াব ও পূণ্যের উদ্দেশ্যে এই নাম মোবারকে চুমা দিতেন এবং সে পবিত্র নামের আলোচনায় খুবই সম্মান ও তা'জীম সহকারে মুখে রাখতেন অর্থাৎ মুখে চুম্বন খেতেন।

মাওলানা রুমী আরো বলেন; যে তারা (উক্ত কর্ম সম্পাদন কারী) দুনিয়াবী ফিত্‌না- ফাসাদের বেড়াজাল এবং দোষ-ত্রুটি মুক্ত ছিল। বাদশাহ এবং ওজীরদের ষড়যন্ত্র ও খারাপ ধারণা থেকেও মুক্ত ও হিফাজত ছিল। এই জন্য যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামের বদৌলতে তারা হেফাজত ও মুক্ত ছিল। আর যে সমস্ত নাছারাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারকের সাথে বেআদবী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছে তারা এর শাস্তি হিসাবে ফিত্‌নায় জর্জরিত হয়ে ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে এবং তাদেরকে কতল (হত্যা) করা হয়েছে। আর তাদের আক্বীদা খারাপ হয়ে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক যখন এমন মদদ ও সাহায্য দিতে পারে, সে ক্ষেত্রে অন্ধরা কিভাবে অনুধাবন করবে যে, তাঁর নুর কি পরিমাণ মদদ ও সাহায্য করতে পারে।

জনৈক কবি বলেন;

نام احمد چنیں یاری کند
تا کہ نورش چو گاری کند
نام احمد چوں حصارے شد حصین
تا چہ باشد ذات آں روح الامین

অর্থাৎ: যখন আহমদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম হেফাজতের ক্ষেত্রে শক্ত কিল্লাহ ও প্রাচীর, সে হিসাবে রুহুল আমীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জাত ও স্বত্তা কি মহান মর্যাদা ও নাজাতের কেন্দ্র বিন্দু হতে পারে। যা বিবেচ্য বিষয়। (মছনবী শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬)

জ্ঞাতব্য যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেক তথা আশেকে রাসুল ও রাসুলের সাথে বেআদবী উভয় প্রকারের লোক পূর্ববর্তী যুগ হতে ধারাবাহিক ভাবে আসছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শিষ্টাচার ও সম্মান প্রদর্শনকারীরা মর্যাদাবান ও নৈকট্যবান হচ্ছে আর বেআদব ও ঔদ্ধত্য পোষনকারী অসম্মানী ও হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে প্রতিটি স্তরে। এই ফয়সালা সৃষ্টিলগ্ন এবং পূর্ববর্তী যুগ হতে ধারাবাহিক ভাবে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

রাসুলের নাম শ্রবণ করতঃ চুম্বন পূর্বক চোখে লাগানোর ফলে রোগ ব্যাধী ও ব্যাথা-বেদনা দূরীভূত হওয়ার কয়েকটি পরীক্ষিত আমল

ফকিহ্ মোহাম্মদ ইবনে আল-বাবা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ভ্রাতা হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন; একদা প্রচন্ড বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় একটি কংকর বাতাসের সাথে এসে তার চোখের মধ্যে পড়ল। তা বের করা অসাধ্য হয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করার পরও বের হয়নি এবং যার দরুন খুবই ব্যাথা-বেদনা ও কষ্ট অনুভূত হতে লাগল। অবশেষে সে মুয়াজ্জিন আজানের মধ্যে اشهد ان محمد رسول الله (আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ) বলার পর مرحبًا بحبيبى وقرّة عينى محمد بن عبد الله صلى الله على وسلم (মার্হাবান বে-হাবীবী ওয়া কুর্রাতু আইনী মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বলার সাথে সাথে কংকর বের হয়ে পড়ল।

জাদার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন;

هذا يسير فى جنب فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ফজিলত ও মর্যাদার সামনে এটি কোন ব্যাপারই নই। সমস্ত মোয়ামেলা ও কার্যক্রম আক্বীদা ও বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। فانّه من حب القلوب যদি আক্বীদা ও বিশ্বাস নাপাক ও অপবিত্র হয় তাহলে মোয়ামেলাও অনুরূপ হবে।

হযরত শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ মদনী, যিনি খতিব ও ইমাম মদীনা তৈয়্যবা মসজিদ, হযরত আমজাদ মিসরী হতে তিনি বর্ণনা করেন যে, হযরত আমজাদ মিসরী নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম মোবারক আজানের মধ্যে শ্রবণ করতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় শাহাদাত আঙ্গুলের সাথে মিলিয়ে চুমা দিয়ে চোখের মধ্যে লাগাতেন, এই আমল করায় মৃত্যুর পূর্বক্ষন পর্যন্ত অন্ধত্ব হতে হয়নি অর্থাৎ তার চোখ দৃষ্টি শক্তিহীন হয়নি।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ আরো বলেন; আমি এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে জরদন্দী হতেও শুনেছি, অতঃপর তিনি (হযরত মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ) তার সম্পর্কে বলেন;

وانا والله الحمد والشكر منذ سمعت منهما استعملته فلم ترمد عينى وارجوا ان عا فيتهما تدوم وانى اسلم من العمى انشاء الله.

অর্থাৎ: একমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। যখন হতে আমি এই আমল ও কর্মের কথা উভয় হযরতের নিকট শ্রবণ করলাম, আমি নিজেই সে মতে আমল করতে লাগলাম। অদ্য পর্যন্ত আমার দৃষ্টি শক্তির কোন ত্রুটি হয়নি এবং আমি এই আশা ও বিশ্বাস করছি যে ভবিষ্যতেও ভাল থাকব এবং কখনো আমি অন্ধত্ব ভোগ করব না। ইনশাআল্লাহ।

ইহাই ছিল বুজুর্গদের আক্বিদা ও বিশ্বাস এবং আপন আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি একান্ত প্রেম-ভালবাসা ও আক্বীদা।

হযরত শাইখ নুরুদ্দীন খোরাসানী রাহমাতুল্লাহে আলাইকে জনৈক ব্যক্তি আজানের সময় তাকে বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় চুম্বন পূর্বক চোখের উপর মিলাতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে তিনি (শাইখ নুরুদ্দীন খোরাসানী) বলেন; আমি প্রথমে আঙ্গুল চুম্বন করে চোখে লাগাতাম, কিন্তু পরবর্তীতে ছেড়ে দিলাম। অর্থাৎ উক্ত আমল করা বন্ধ করে দিলাম। এতে আমার চোখের সমস্যা দেখা দিল। আমি পুনরায় উক্ত আমলটি করার ফলে চোখের সমস্যা দূরীভূত হয়ে গেল এবং স্বপ্নে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার নসিব হল। (নাহ্জুল ইসলামাহ, কৃত ইমাম আহমদ রেজা (রহ.))

যদি আঙ্গুল চুম্বন করা বেদাত হয় তবে বেদাতীকে কি করে জেয়ারতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নসিব হল।

আঙ্গুল চুম্বনের নিয়ম ও দোয়া

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্মৌভী রচিত "মাজ্মুয়ে ফতোয়ার ৩য় খন্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে;

سوال: ناخنہاے ہر دو دست بر چشم نہادن ھنگام شنیدن نام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم در آذان چہ حکم دارد

প্রশ্নঃ আজানের মধ্যে ছরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম মোবারক শ্রবণ পূর্বক উভয় হাতের নখকে চুম্বন করে চোখের উপর রাখার হুকুম কি?

جواب: بعضے فقہاء مستحب نوشتہ اند وحدیثے ہم در این باب نقل می سازند الخ

উত্তরঃ কতেক ফকিহ ইহাকে মুস্তাহাব লেখেছেন, আর এ সম্পর্কে অনেক হাদীসও নকল করেছেন, তবে ইহা ছহিহ ও শুদ্ধ নয়। মুস্তাহাব আদায়কারী ও মুস্তাহাব বর্জনকারী উভয়ই তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও নিন্দনীয় নয়।

"জামেউর রমুজ" গ্রন্থে রয়েছে, নিঃসন্দেহ ভাবে আজানের প্রথম শাহাদাত অর্থাৎ আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শ্রবণ পূর্বক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله (সাল্লাল্লাহু আলাইকা এয়া রাসুলাল্লাহ) এবং দ্বিতীয় শাহাদাত শ্রবণ পূর্বক قرة عينى بك يا رسول الله (কুর্রাতু আইনী বেকা এয়া রাসুলাল্লাহ) বলা মুস্তাহাব।

অত:পর বলবে اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ (আল্লাহুম্মা মাত্তে'নী বিচ্ছাম্য়ে ওয়াল বাছ্রে) অর্থাৎ হে আল্লাহ আমার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির মধ্যে উন্নতি দান করুন। এরপর উভয় হাতের নখ চুম্বন করত: নিজ চোখের উপর রাখবে। এই কর্ম সম্পাদনকারীকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই জিম্মাদারী হয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দেসীনে কেরামদের নিয়মাবলী

যখন حديث صحيح (বিশুদ্ধ হাদীস) পাওয়া না যাবে, তবে সে

ক্ষেত্রে নিবে বর্ণিত হাদীসের স্তর হতে যে কোন একটি দ্বারা অবশ্যই প্রমাণিত হবে। হয়তো حسن لذاته হবে অথবা حسن لغيره কিংবা হতে পারে ضعيف। আর যদি হয়েই বা থাকে তাহলে ضعيف ই হবে। موضوع কোন অবস্থাতেই নয়।

উল্লেখ্য যে, حديث حسن (হাদীসে হাসন) এমন হাদীসকে "হাদীসে হাসন" বলা হয় যার বর্ণনাকারী ছহীহ হাদীসের অপেক্ষা হেফজের তুলনায় কম স্তরের।

حديث صحيح (হাদীসে ছহীহ) ছহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীস। এমন হাদীসকে বলে যাহা কোরআন ও জ্ঞান সম্মত এবং যার বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণের নিকট নির্ভরযোগ্য।

حديث ضعيف (হাদীসে যঈফ) দুর্বল হাদীস। এমন হাদীসকে বলে যার বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসদের নিকট নির্ভরযোগ্য নহে এবং সন্দেহাতীতও নহে।

حديث موضوع (হাদীসে মউজু) জাল হাদীস। মনগড়া হাদীস।

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী আলাইহি রাহমাহ বলেন;

وقول من يقول فى حديث انّه لم يصح ان سلّم لم يفدع
لانّ الحجية لا تتوقف على الصحة بل الحسن كاف

(كذافى المرقات شرح مشكواة

অর্থাৎ: হাদীসের স্তর সম্পর্কে কেউ যদি বলে থাকে এটি ছহীহ হাদীস নয়। ছহীহ না হওয়াটা যদি মেনেই নিলাম তাতে অসুবিধার কিছুই নাই। কেননা দলিলের ক্ষেত্রে ছহীহ হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং حديث حسن যথেষ্ট।

জ্ঞাতব্য যে, মুহাদ্দেসীনে কেরাম কোন হাদীস সম্পর্কে যদি বলেন

যে, এই হাদীসটি ছহীহ ও শুদ্ধ নয়, এক্ষেত্রে এর অর্থ এটি নয় যে, এই হাদীসটি ভুল ও বাতেল। বরং এর সারকথা হবে এই হাদীসটি صحت তথা ছহীহ এর স্তরে পৌঁছেনি। যেমন- মুহাদ্দেসীনে কেরামগণ তাদের পরিভাষায় এটিকে درجه صحت তথা বিশুদ্ধতার স্তর বলে থাকেন।

স্মরণীয় যে, মুহাদ্দেসীনদের পরিভাষায় হাদীসের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে صحيح (বিশুদ্ধ) আর সবচেয়ে নিব স্তর হচ্ছে موضوع তথা জাল হাদীস। আর মধ্যবর্তী স্তরের হাদীসের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে যা এক এক স্তরে সঙ্কলিত। صحيح (বিশুদ্ধ) এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে حسن (হাসন)। অতএব صحيح ও حسن একটি অপরটির ক্ষেত্রে না সূচকের আবশ্যকতা নাই। আর যদি ضعيف তথা দূর্বল হাদীসও হয় সেক্ষেত্রে ফজায়েলে আমল তথা কর্মের ফজিলত হিসাবে حديث ضعيف সর্বসম্মতি ক্রমে কবুলকৃত ও গ্রহণযোগ্য।

খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত পালনের আবশ্যকতা

تقبيل الابهامين অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা চুম্বন করা প্রাসঙ্গীয় হাদীসের ব্যাপারে মুহাদ্দেসীনগণ لا يصح فى المرفوع (যে হাদীসটি مرفوع হওয়া শুদ্ধ নয়) বলাটা। অর্থাৎ এই সমস্ত হাদীসের পরম্পরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে مرفوع হয়ে صحيح (বিশুদ্ধ) প্রমাণিত না হওয়া বলাটা এটিই প্রমাণ করে যে, এই হাদীস সমূহ موقوف صحيح হওয়াটা আবশ্যক।

সুতরাং সৈয়্যদুনা আল্লামা ইমাম মোল্লা আলী কারী হানাফী রাহমাতুল্লাহে আলাই বলেন;

قلت اذاثبت رفعه الى الصديق رضى الله عنه فيكفى

للعمل به لقوله عليه السلام عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين (موضوعات كبير صفه/٦٣)

অর্থাৎ: আমি বলছি যখন প্রমাণিত হয়েছে موقوف مرفوع তথা এমন হাদীস যা হযরত ছিদ্দিকে আকবর পর্যন্ত পৌঁছেছে, অতএব ইহা আমল তথা কর্মের জন্য যথেষ্ট। ফরমানে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে- হে মো'মেনগণ! তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করা একান্ত আবশ্যক।

আহলে ইলমের অনুসরণ ও অনুকরণও বিশুদ্ধ হাদীসের পর্যায়ভূক্ত

ইমাম সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহে আলাই এরশাদ করেন, আহলে ইলম তথা জ্ঞানীদের আমল ও কর্মও হাদীসে ছহীহ হওয়ার পর্যায়ভূক্ত। যদিওবা সনদ হিসাবে এটি হাদীসে জঈফ তথা দূর্বল হাদীস হয়।

تعقبات (তা'কুবাত) গ্রন্থে রয়েছে;

قَدْ صَرَحَ غَيْرِ وَاحِد بِاَنَّ مِنْ دَلِيل صحة الْحَدِيْث قَوْل اَهْل الْعِلْم به وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسناد يعتمد على مثله.

অর্থাৎ: ইমাম সুয়ুতী আলাইহে রাহমাহ তাঁর কিতাবে বলেন; আলেমগণ বর্ণনা করেন যে, আহলে ইলম তথা জ্ঞানীদের অনুসরণ-অনুকরণও বিশুদ্ধ হাদীসের দলিলভূক্ত। যদিওবা এ ক্ষেত্রে কোন গ্রহণযোগ্য সনদ না হয়, এটি ফজিলতের বেলায় প্রযোজ্য, শরীয়তের হুকুম- আহকামের ক্ষেত্রে নয়। শরীয়তের হুকুমের জন্য বিশুদ্ধ হাদীসের আবশ্যক।

নেক ও ভাল কর্মের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হাদীস আবশ্যক নয়

কোন নেক ও ভাল কর্ম ছাওয়াবের নিয়তে করা হলে, তাতে ছাওয়াব ও বদলা রয়েছে, যদিওবা সে কর্ম বিশুদ্ধতার পর্যায়ভূক্ত না হয়। অর্থাৎ এই কর্মের কথা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা না হয়।

كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَواةُ وَالسَّلَام من بلغه عَن الله عزَّوجلَ شئ فِيْهِ فَضِيْلَة فاخذيه ايمانًا بِهٖ ورجاء ثوابه اَعْطَاهُ اللّٰهَ تعالٰى ذَالِكَ وان لم يكن كَذَالِكَ.

অর্থাৎ: যেমন আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে কোন কথায় সামান্য পরিমাণও ফজিলত ও ছাওয়াব পাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেলে, সে আপন ইয়াক্বীন ও বিশ্বাস এবং ছাওয়াবের আশায় সেই কথার উপর আমল করে। আল্লাহপাক তাকে সেই ফজিলত দান করবেন যদিওবা উক্ত খবর ও সংবাদ সঠিক না হয়।

ইবনে আদি "কামেল" গ্রন্থে এবং ইবনে হাব্বান প্রমূখগণ বলেন;

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام مَاجَاءَ كم عنى من خير قلته اولم اقله فانى اقوله وما جاء كم عنى من شرفانى لا اقول بالشر

(رواه امام احمد ابن ماجه عقيل عن ابى هريرة)

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন; হে মুসলমানগণ! তোমাদের নিকট যেই সমস্ত পূণ্য ও নেক কর্মের সংবাদ আমার পক্ষ হতে পৌছবে, সেটি আমার এরশাদকৃত হউক কিংবা না হউক, মনে কর এটি আমার বর্ণনাকৃত। আর যে সমস্ত হারাম ও মন্দ কর্মের সংবাদ পৌছবে, সেক্ষেত্রে মনে করতে হবে সেটি আমার বর্ণনাকৃত নয়।

হাদীস দ্বারা মাসআলা নির্গতের বিভিন্ন পর্যায়

হাদীস শরীফ দ্বারা ইস্তিম্বাদ তথা মাসআলা নির্গত আক্বিদার সাথে

সম্পৃক্ত হবে, কিংবা শরীয়তের আহকামের জন্য অথবা ফজায়েল ও জীবন চরিতও হতে পারে।

আক্বীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত حديث مشهور ও متواتر তথা সুপ্রসিদ্ধ হাদীস (অথবা এমন হাদীস হতে হবে যাহার বর্ণনাকারী সকল যুগেই এত অসংখ্য পরিমাণে বিদ্যমান ছিল যে তাহাদের একত্রে মিথ্যার কল্পনাও করা যায় না) না হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। خبر واحد যদিওবা قوت سند তথা শক্তিশালী ও সুপ্রসিদ্ধ সনদ এবং যে ধরনের বিশুদ্ধ হউক না কেন তারপরও কোন কাজে আসবে না।

শরহে আক্বায়েদে নছফী গ্রন্থে বর্ণিত আছে;

خبر الواحد على تقدير اشتمال على جميع الشرائط المذكورة فى اصول الفقه لايفيد الا الظن ولا عبرةً بالظن فى باب الا عتقادات.

অর্থাৎ: خبر واحد (যার বর্ণনায় একজন রাবীর অধীক না থাকে) যদিওবা বিশুদ্ধ হওয়ার যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকে তারপরও ظن (সন্দেহ) হওয়া হতে মুক্ত নয়। আর আক্বীদার ক্ষেত্রে ظنيات এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নাই।

আর শরীয়তের হুকুমের ক্ষেত্রে صحيح لغيره ، حديث لذاته অথবা حسن لذاته ও حسن لغيره হওয়া আবশ্যক।

ওলামাদের সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত মতে ضعيف তথা দূর্বল হাদীস দলিল হিসাবে গ্রহণ করা বেকার ও ভিত্তিহীন।

ফজায়েল ও জীবন চরিতের বেলায় ওলামাদের সর্বসম্মতি মতানুযায়ী ضعيف হাদীস যথেষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়; কোন হাদীসে একটি আমল ও কর্মের তাগিদে বর্ণনা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এ ধরণের আমল

করবে তার জন্য এত পরিমাণ ছাওয়াব নিহিত অথবা কোন নবী কিংবা সাহাবীর শান-মান বর্ণনা করা যে তাদেরকে মহান আল্লাহ সুব্‌নাহু তা'লা উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান বখশিশ করেছেন কিংবা ফজিলত দান করেছেন। সেক্ষেত্রে حديث ضعيف যথেষ্ট।

সৈয়্যদ আবু তালেব মক্কী রহমাতুল্লাহে আলাই "কু'তুল কুলুব" নামক গ্রন্থে বলেন;

الاحاديث فى فضائل الا عمال وتفضيل الاصحاب منقكبة محملة على كل حال مقاطيعها ومراسلها لا تعارض ولا ترد كذالک كان السلف يفعلون.

অর্থাৎ: ফজায়েলে আমাল তথা কর্মের ফজিলত ও সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণের মান-মর্যাদা সম্মলিত হাদীস সমূহ যে স্তরের হউক না কেন তা সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য ও গৃহীত। তা حديث مقطوع হউক কিংবা حديث مرسل এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রদ তথা রহিত করা যাবে না। পূর্ববর্তী যুগের আলেম গণের এই ত্বরিকা ও নিয়ম ছিল।

আঙ্গুল চুম্বনের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্যের কারণ

কতেক লোক বলে, تقبيل الابهامين (বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ে চুম্বন) সম্বলিত রেওয়ায়ত ও বর্ণনার মধ্যে مجهول তথা অজ্ঞাত রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছে। কাজেই এটি গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দলিল।

কোন হাদীসে রাবী তথা বর্ণনাকারী মাজহুল (অজ্ঞাত) হওয়ায় حديث موضوع (জাল হাদীস) ও কর্মহীন হয়ে যায় না। কেবলমাত্র এতটুকুই বলা যাবে যে, مجهول রাবী থাকার কারণে উক্ত হাদীস ضعيف তথা দূর্বল হয়ে যাবে।

ইমাম মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহে আলাই "রেসালায়ে ফজায়েলে

শা'বান" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন;

جهالة بعض الرواة لايقتضى كون الحديث موضوعًا وكذا انكارة الالفاظ فينبغى ان يحكم عليه بانّه ضعيف.

অর্থাৎ: কতেক রাবী مجهول (অজ্ঞাত) হওয়া এবং শব্দগত নিয়ম বহির্ভূত ও অনিয়মতান্ত্রিক হওয়া ইহা حديث موضوع হওয়ার পর্যায়ভূক্ত নয়। অর্থাৎ এটি موضوع حديث নয়। বরং ضعيف হাদীসের অন্তর্ভূক্ত হিসাবে পরিগণিত। যা فضائل اعمال তথা কর্মের ফজিলতের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়।

ইমাম জুরকানী আলাইহি রাহ্মাহ্ বলেন; যদি অসংখ্য রাবী مجهول (অজ্ঞাত) হয়, সেক্ষেত্রে حديث ضعيف (দূর্বল হাদীস) এর হুকুমভূক্ত হবে।

এ ব্যাপারে মুজাদ্দেদুল উম্মাত কাশেফুল গুম্মাহ ইমাম শাহ আহমদ রেজা খান ফাজেলে ব্রেলভী রহমাতুল্লাহে আলাই রচিত "منير العين" নামক গ্রন্থ পাঠ অবশ্যই উপকারময়।

যখন حديث صحيح (বিশুদ্ধ হাদীস) বলা না যায় সেক্ষেত্রে নিব স্তরের কোন একটি স্তর আবশ্যক, যা আমল ও কর্ম দ্বারা সে আবশ্যকতা প্রমাণিত হবে।

যেই যে রংয়ের চশমা লাগিয়ে এই মাসআলায় দৃষ্টি গোচর করবে, তার সেই রংয়ের গোচরীভূত হবে। যেই ঈমান ও সত্যের চশমা দ্বারা দেখবে তার ক্ষেত্রে ছাওয়াব ও পূণ্য গোচরীভূত হবে, আর ডাক্তারের দৃষ্টিতে দেখলে তার আরোগ্য হওয়া গোচরীভূত হবে। আর যেই ব্যক্তি বেদাত ও অবাধ্যতা এবং গোড়ামির দৃষ্টিতে দেখবে তার দৃষ্টিতে সে রকমই গোচরীভূত হবে।

তাফসীরে জালালাইনের ব্যাখ্যাগ্রন্থে আঙ্গুল চুম্বনের বর্ণনা

জালালাইন শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ যা করাচী মুদ্রণ যন্ত্র (ছাপাখানা) হতে প্রকাশিত। এতে ان الله وملائكته يصلّون على النبى الخ আয়াতের ব্যাখ্যায় বহু ইবারত নকল করেছে। এই সমস্ত ইবারতের মধ্যে "قوت القلوب" নামক গ্রন্থের ইবারতও উদ্ধৃত হয়েছে, যা শাইখুল ইমাম আবু তালেব মুহাম্মদ ইবনে মক্কী রহমাতুল্লাহে আলাই এরশাদ করেছেন;

روایت کرده اند که حضرت پیغمبر علیه السلام بمسجد درامد وابوبکر رضی الله عنه ظفر ابهامین چشم خودرا مسح کرد الخ.

অর্থাৎ: বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ নিলেন এবং হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বি আল্লাহ্ তা'লা আনহু বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ে উভয় নখ চুম্বন করত: চোখে লাগালেন, যখন হযরত বেলাল রাদ্বি আল্লাহ্ তা'লা আনহ্ আজান দেয়া শেষ করলেন তখন হুজুর আক্দাস সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ ফরমালেন; হে আবু বকর! যে ব্যক্তি এই আমল করবে যেমনিভাবে তুমি করেছ আল্লাহ তা'লা তার নতুন, পুরাতন ভুল-ক্রুটি প্রকাশ্য হউক কিংবা গোপনীয় হউক সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (মুজমেরাতে এই নিয়মে বর্ণনা করেছে) অত:পর তাফসীরে জালালাইন শরীফের টীকাকার حديث تقبيل الابهامين (বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ে চুম্বন সম্মলিত হাদীস) এর উপর বিস্তারিত আলোচনা সমালোচনা শেষে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন;

فكون حديث المذكور غير مرفوع لايستلزم ترك العمل بمضمونه وقد اصاب القهستانى فى القول باستجابه.

অর্থাৎ: حديث تقبيل ابهامين (বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ে চুম্বন সম্মলিত হাদীস) যদিওবা مرفوع হাদীস নয়, তারপরও উক্ত আমল ও কর্ম মুস্তাহাব

বর্জনের ক্ষেত্রে আবশ্যক হয় না। এই মাসআলায় ইমাম কুহস্তানীর মতামতই যথার্থ- তিনি تقبيل ابهامين কে মুস্তাহাব বলে মতপোষন করেন।

অত:পর জালালাইন শরীফের ব্যাখ্যাকার قوت القلوب এর প্রণেতার একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন শাইখুল মাশায়েখের সনদ দ্বারা সুদৃঢ় ও পাকাপোক্ত করে বলেন;

وكفانا كلام الامام المكى فى كتاب فانّه شهد الشيخ السهر وردى فى عوارف بوفور علمه وكثرة حفظه وقوة حاله وقبل جميع ما ورده فى كتاب قوت القلوب .

অর্থাৎ: تقبيل ابهامين এর মাসআলায় আমার বর্ণিত ইমাম কুহস্তানীর মতামত যা قوت القلوب নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত হয়েছে তাই যথাযথ ও যথেষ্ট। এই জন্য যে, ইমাম মক্কী একজন উচু স্তরের বুজুর্গ ছিলেন। যার জ্ঞান শক্তি ও আমল এবং মেধা ও স্মরণশক্তির কথা স্বীকার করে শাইখুল মাশায়েখ ইমাম শাহাবুদ্দীন সরওয়ার্দী রহমাতুল্লাহে আলাই عوارف المعارف গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বরং তিনি বলেন; যা কিছু ইমাম মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাই قوت القلوب গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন তা সবই সত্য ও বরহক।

তারপরও জালালাইনের টীকাকারী দীর্ঘ করেন;

ولقد فضلنا الكلام واطنباه لان بعض الناس ينازع فيه لقلته علمه .

অর্থাৎ: এই মাসআলায় দীর্ঘ আলোচনা করার কারণ কেবলমাত্র এই জন্য যে, কতেক লোক জ্ঞান স্বল্পতায় অহেতুক উক্ত মাসআলা নিয়ে ঝগড়া ও বিতন্ডা করতেছে।

জালালাইন শরীফের বিশুদ্ধ প্রকাশক ও ছাপাখানার মালিক নুর মোহাম্মদ বহু ত্যাগ ও কষ্ট করে সু-শৃংখল বন্দোবস্তের মাধ্যমে এর হাশিয়া নিজে লিখেছে কিংবা অন্য কারো দ্বারা লিখিয়েছে, সে নিজেই দেওবন্দ মতবাদী ছিল। সে নিজেকে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর মাজাজী তথা রূপক খলিফা বলেছে।

আল্লামা মুহাদ্দিস তাহের ফেতনী "বাহারুল আনোয়ার" এর তাকমিলায় (সমাপনিতে) تقبيل الابهامين (বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা চুম্বন) হাদীস উদ্ধৃত করে لا يصح বলতে গিয়ে লিখেছে- وروى تجربته عن كثيرين অর্থাৎ: এই হাদীসের পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা (তাজ্‌রুবা) অসংখ্য বর্ণনায় এসেছে।

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী আলাইহে রাহমাহ "মেরকাত শরহে মেশকাত" এবং "মাওজুয়াতে কবীর" গ্রন্থে এই মাসআলা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আঙ্গুল চুম্বনের ব্যাপারে ফকিহ্‌দের অভিমত

আঙ্গুল চুম্বনের মাসআলা যেমনিভাবে হাদীস সমূহে বিদ্যমান। ঠিক অনুরূপ ফোক্‌হায়ে কেরাম আলাইহিমুর রাহমার উদ্ধৃতি দ্বারাও প্রমাণিত।

ফোক্‌হায়ে হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী এক কথায় সমস্ত মাজহাবের ফকিহদের ইবারত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ বিদ্যমান। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কিতাবে এ ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন।

রয়ীসুল ফোক্‌হা তথা হানাফী ফকিহগণের ইমাম আল্লামা তাহ্‌তাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ "মারাকীউল ফালাহ" তে দাইলামীর হাদীস হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বি আল্লাহু আনহুর মারফু হাদীস নকল করে বলেন;

وكذاروى عن الخضر عليه السلام وبمثله يعمل فى الفضائل طحطاوى على المراقى صفه/ ١١١

অর্থাৎ: এবং এমনিভাবে হযরত খিজির আলাইহিচ্ছালাম হতেও বর্ণনা করা হয়েছে এবং فضائل اعمال তথা কর্মের ফজিলতের ক্ষেত্রে এ হাদীসের উপর আমল করা যাবে।

ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে;

واعلم انّه يستحب ان يقال عند سماع الاول من الشهادة (صلى الله عليه وسلم) "صلى الله عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ" وعند الثانية منها "قرة عينى بك يا رسول الله" يقال "اللهم مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ والبصر" بعد وضع ظفرى الابها مين على العينين فانّه صلى الله عليه وسلم يكون قاعدًا الى الجنة كذا فى كنز لعباد قهستانى نحوهٗ.

অর্থাৎ: জ্ঞাতব্য যে, নিশ্চয় আজানের প্রথম শাহাদাত (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ) শ্রবণ পূর্বক صَلَّى اللّٰه عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه (সাল্লাল্লাহু আলাইকা এয়া রাসুলাল্লাহ) এবং দ্বিতীয় শাহাদাত শ্রবণ পূর্বক قُرَّة عينى بك يا رسول الله (কুর্‌রাতু আইনী বেকা এয়া রাসুলাল্লাহ) বলা মুস্তাহাব। অত:পর বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বয়ের নখ চুম্বন করত: নিজ চোখের উপর লাগাবে এবং বলবে اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ والبصر (আল্লাহুম্মা মাত্‌তে'নী বিছ্‌ছাময়ে ওয়াল বছরে) উক্ত আমলকারীকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিছে পিছে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আমলকারীকে সাথে করেই জান্নাতে যাবেন।

(ইমাম কুহস্তানী রচিত "কান্‌জুল উব্বাদ" অনুরূপ "ফতোয়ায়ে ছুফীয়া" ইত্যাদি)

"কিতাবুল ফেরদাউস" গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আজানে اشهد ان محمد رسول الله (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ) শ্রবণ

করত: আপন আঙ্গুলের নখ চুম্বন করবে সে ব্যক্তি সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন; আমি নিজেই তার জিম্মাদার এবং তাকে জান্নাতের কাতারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে দেব। অর্থাৎ তাকে আমার জিম্মায় জান্নাতে প্রবেশ করাব। (বাহারুর রায়েকের রমলীর হাশিয়া দ্রষ্টব্য)

ইমাম কুহস্তানী শরহে কবীরের মধ্যে কানজুল উব্বাদ হতে উদ্ধৃত করে বলেন; اعلم يستحب الخ অর্থাৎ: জেনে রাখ আজানের প্রথম শাহাদাত (আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ) শ্রবণ করত: صلى الله عليك يا رسول الله (সাল্লাল্লাহু আলাইকা এয়া রাসুলাল্লাহ) এবং দ্বিতীয় শাহাদাত শ্রবণ করত: قرة عينى بك يا رسول الله (কুর্‌রাতু আইনী বেকা এয়া রাসুলাল্লাহ) বলা মুস্তাহাব। অত:পর বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বয়ের নখ চুম্বন করে নিজ চোখের উপর রেখে اللهم متعنى بالسمع والبصر (আল্লাহুম্মা মাত্‌তে'নী বিচ্ছাম্‌য়ে ওয়াল বছরে) বলবে। উক্ত আমলকারীকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম يكون له الى الجنة অর্থাৎ: তাঁর পিছে পিছে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। (তাফসীরে রুহুল বয়ান)

আঙ্গুল চুম্বন হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম এর সুন্নাত

শাইখ আল্লামা ইসমাঈল হানাফী রহমাতুল্লাহে আলাই তার তাফসীর গ্রন্থের ৪র্থ খন্ড, ৬৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন এবং কাসাসুল আম্বিয়া ইত্যাদিতেও বর্ণিত রয়েছে;

ان آدم عليه السلام اشتاق الى لقاء محمد صلى الله عليه وسلم حين كان فى الجنة فاوحى الله تعالى اليه هو من صلبك ويظهرو فى اخر الزمان فسأل لقاء محمد صلى الله

عليه وسلم حين كان فى الجنة فجعل الله النور المحمدى فى اصبعه المسبحة من يده اليمنى الخ.

অর্থাৎ: কাসাসুল আম্বিয়া ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে; যখন হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম'র জান্নাতের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার শওক ও আকাংখা হল তখন আল্লাহ জাল্লাহ শানুহু তাঁর প্রতি (আদম আ.) অহী প্রেরণ করেন যে, তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার বংশধর তথা ওয়ারীশদের অন্যতম একজন, যিনি শেষ জমানায় প্রকাশ পাবেন। হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম তাঁর সাথে সাক্ষাতের আরজ করল। তখন আল্লাহ তা'লা আদম আলাইহিচ্ছালামের ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলে নুরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নুর মোবারক উজ্জ্বল্যমান করে দিলেন, সে নুর আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করল। এ জন্যই উক্ত আঙ্গুলের নাম কলমে আঙ্গুল হয়েছে।

যেমন "রাওজুল ফায়েক" গ্রন্থে রয়েছে এবং আল্লাহ জাল্লা শানহু তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামালে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে অর্থাৎ রাসুলের সৌন্দর্য ও শোভাকে হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের উভয় আঙ্গুলের নখের মধ্যে আয়নার মত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তখন হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম তার আঙ্গুলের নখ চুম্বন করে চোখের উপর মাছেহ করলেন। অতএব উক্ত সুন্নাত তাঁর বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত ও বহমান হয়েছে। এরপর হযরত সৈয়্যদুনা জিবরীল আলাইহিচ্ছালাম দু'জাহানের নবী রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সে সংবাদ দিলেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরশাদ ফরমালেন, যে ব্যক্তি আজানের মধ্যে আমার নাম শ্রবণ করে এবং নিজ আঙ্গুল চুম্বন করত: চোখের মধ্যে লাগাবে সে কখনো অন্ধ হবে না।

আঙ্গুল চুম্বন হযরত আবু বকর (রা.) এর আমল

রাওজুল ফায়েক নামক তাফসীর গ্রন্থের ৪র্থ খন্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে;

درمحیط آورده که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بمسجد درآمد ونزدیک ستون بنشست وصدیق رضی اللہ تعالی عنہ دربرابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نشستہ بود بلال رضی اللہ تعالی عنہ برخاست وباذان اشتغال فرمود الخ.

অর্থাৎ: মুহীত গ্রন্থে রয়েছে যে, পায়গাম্বর (রাসুল) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ নিলেন এবং একটি খুটির (পিলার) নিকটবর্তী হয়ে বসে পড়লেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাবর বসলেন, হযরত বেলাল রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু দন্ডয়মান হয়ে আজান দেওয়া আরম্ভ করলেন, যখন তিনি اشهدان محمد رسول الله (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ) বললেন তখন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু তার আঙ্গুলদ্বয়ের নখ উভয় চোখের উপর রাখলেন এবং বললেন, قرة عينى بك يا رسول الله (কুররাতু আইনী বেকা এয়া রাসুলাল্লাহ), যখন হযরত বেলাল রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু আজান দেয়া শেষ করলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন; হে আবু বকর! যে ব্যক্তি এমন করবে যেমনটি তুমি করেছ, আল্লাহপাক তার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

হযরত শাইখ ইমাম আবু তালেব মুহাম্মদ ইবনে আলী মক্কী রহমাতুল্লাহে আলাই স্বরচিত কিতাবে ইবনে ওয়েনা হতে বর্ণনা করেন যে; হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাজ আদায়ের জন্য মুহররম মাসের ১০ তারিখে মসজিদে তাশরীফ নিলেন এবং একটি পিলারের (স্তম্ব) নিকটবর্তী হয়ে উপবেসন করলেন। হযরত আবু বকর

ছিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহ তায়ালা আনহু আজানের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক অর্থাৎ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ শ্রবণ্ করতঃ নিজ আঙ্গুলের নখ আপন চোখের উপর ফেরান এবং বলেন, قُرَّةُ عينى بك يارسول الله (কুর্‌রাতু আইনী বেকা এয়া রাসুলাল্লাহ)। যখন হযরত বেলাল রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু আজান হতে ফারেগ হলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন; হে আবু বকর! যে ব্যক্তি তোমার মত আমার নাম শ্রবণ করতঃ আঙ্গুল চোখের উপর ফেরাবে এবং তুমি যা বলেছ তা বলবে আল্লাহ তায়ালা তার নতুন-পুরাতন, জাহের-বাতেন সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

আঙ্গুল চুম্বনে চোখ যাবতীয় রোগ-ব্যাধী এবং অন্ধত্ব মুক্ত থাকবে

শাফেয়ী মাজহাবের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "এআনাতুত্ তালেবীন" এবং "কেফায়াতুত্ তালেবুর রাব্বানী'র ১৬৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে; যখন আজানের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক শ্রবণ শেষে ثم يقبل ابهاميه ويجعلها على عينيه لم يعم ولم يرمد অর্থাৎ অত:পর আঙ্গুল চুম্বন পূর্বক চোখের উপর রাখবে তখন সে ব্যক্তি কখনো অন্ধ হবে না এবং চোখে রোগ-ব্যাধীও হবে না।

ইমাম শামসুদ্দীন সাখাবী রহমাতুল্লাহে আলাই "মাক্বাছেদে হাসনা"র ৩৮৪ পৃষ্ঠায় হযরত শামসুদ্দীন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ মাদনীর তারিখ হতে উদ্ধৃত করে বলেন; আমি হযরত মোজাদ্দেদ মিসরী যিনি কামেলীন ও ছালেহীনদের অন্যতম, তাঁকে বলতে শুনেছি যে,

من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم اذاسمع ذكره فى الاذان وجمع اصبعيه المسبحة والابهام وقبلهما ومسح بهما عينيه لم يرمُد ابدًا .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নবী করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র নাম মোবারক আজানের মধ্যে শ্রবণ করত দরূদ শরীফ পাঠ শেষে শাহাদাত আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুল মিলিয়ে চুম্বন করবে এবং চোখের উপর মাছেহ করবে তার চোখে কখনো কষ্ট ও রোগ-ব্যাধী হবে না।

ইমাম সাখাবী এটি বর্ণনা করার পর বলেন; ইরাকের অসংখ্য মাশায়েখে কেরাম হতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আঙ্গুল চুম্বন করত চোখে লাগিয়ে এই দরূদ শরীফটি পাঠ করবে; صلى الله عليك ياسيدى يا رسول الله ياحبيبُ قلبى ويانور بصرى ياقرة عينى (সাল্লাল্লাহু আলাইকা এয়া সৈয়্যদী এয়া রাসুলাল্লাহ এয়া হাবীবু ক্বলবী ওয়া এয়া নুরু বছরী এয়া কুর্‌রাতু আইনী) ইন্‌শাআল্লাহ কখনো চোখে দুঃখ, কষ্ট হবে না। যা পরীক্ষিত আমল ও কর্ম। যখন আমি এটি শ্রবণ করেছি তখন হতে এই মোবারকময় আমল করা আরম্ভ করলাম। এখন পর্যন্ত আমার চোখে কোন প্রকার কষ্ট ও রোগ-ব্যাধী অনুভূত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না, ইনশাআল্লাহ। অনেক হাকীম মৌলভীগণ বলেন; চোখের রোগ-ব্যাধী হতে হেফাজতের লক্ষে উক্ত আমল মন্ত্র স্বরূপ।

بل هو رُقْيَةٌ (বাল হুয়া রুক্বায়য়াতু) এটি হচ্ছে হাকীমদের কথা। ওলামা ও ফোকাহায়ে আহনাফ, শাওয়াফী ও মালেকীদের দৃষ্টিতে এটি মুস্তাহাব এবং ছাওয়াব ও পূর্ণময় আমল।

অনুরূপ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী লিখিত ইমদাদুল ফতোয়া ১ম খণ্ড আযান অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নাম শ্রবণ করতঃ চোখে চুমা দেয়ার আমলটা চক্ষু রোগের শেফার জন্য বৈধ।" যদিওবা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বতে করাকে অবৈধ ও অস্বীকার করছে। কিন্তু চক্ষু রোগের জন্য বৈধ বলছে।

দ্বিতীয়তঃ সৈয়্যদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নাম মোবারকের এতই ফয়েজ- বরকত ও প্রভাব যে চোখের সমস্ত রোগ-ব্যাধী হতে শাফা ও পরিত্রাণ অর্জিত হবে। সুবহানাল্লাহ। তেমনিভাবে পরকালেও জাহান্নামের আগুন হতে নাজাত অর্জিত হবে। আমরা গরীবদেরকে কাদেরে মতলক (সর্বময় শক্তির অধিকারী) উভয় জাহানের নেয়ামত ও বরকত দান করুন। আমিন।

যখন উপরোল্লিখিত হাদীস হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহু পর্যন্ত হতে প্রমাণিত হয়েছে তবে আমলের জন্য এটিই যথেষ্ট। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ফরমান- আমি তোমাদের উপর আমার সুন্নাত পালন আবশ্যক করে দিতেছি এবং খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাতও।

মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহে আলাই বলেন; উক্ত হাদীসখানা موقوف صحيح এবং ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহে আলাই এর ইবারত (বাক্য) দ্বারা قرون ثلاثه (সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের সময়কাল) তে উক্ত আমল মূলগত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

''براھین قاطعہ'' میں مولانا خلیل احمد انبیٹھوی اور مولنا رشید احمد گنگوھی فرماتے ہیں جس کی جواز کی دلیل قرون ثلاثہ میں ہو خواہ وہ جزئیہ بوجوہ خارجی ان قرون میں ہوا یا نہ ہوا اور خواہ اس کی جنس کا وجود خارج میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ سب سنت ہے صفہ/۲۷

অর্থাৎ "বারাহিনে কাতেয়া" গ্রন্থে মাওলানা খলিল আহমদ আম্বেটুবী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী উল্লেখ করেন; যার বৈধতার দলিল قرون ثلاثه (তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহুমার সময়কাল) এর সময়কালে বাহ্যিকভাবে আংশিক বিদ্যমান হউক কিংবা না হউক, চাহেতু উহার অস্তিত্ব বহির্দৃষ্টিতে কর্ম ক্ষেত্রে হউক বা না হউক সবগুলোই সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। (পৃষ্ঠা নং-২৭)

দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে পাওয়ার একটি পারীক্ষিত আমল

অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত যে, কোন ব্যক্তির চোখে ব্যাথা-বেদনা কিংবা অন্য কোন কারণ বশত: চোখ নষ্ট হলে তখন ২১ বার صلى الله

عليك يا رسول الله ، اللهم متعنى بالسمع والبصر (সাল্লাল্লাহ আলাইকা এয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহুম্মা মাত্তে'নী বিচ্ছাম'য়ে ওয়াল বছরে) পাঠ করত: আঙ্গুলের উপর ফুক করে চোখের উপর লাগালে ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ হবে এবং চোখের রৌশনী পরিস্কার হবে ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। সাথে সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম ভালবাসা তথা ইশ্ক দ্বারা অন্তর আলোকিত হবে। তবে বিশুদ্ধ আক্বীদা (বিশ্বাস) ও ভক্তি-মুহাব্বত পূর্ব শর্ত।

আজানের মধ্যে اشهد ان محمد رسول الله (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ) শ্রবণে صلى الله عليك يا رسول الله اللهم متعنى بالسمع والبصر (সাল্লাল্লাহু আলাইকা এয়া রাসুলাল্লাহ আল্লাহুম্মা মাত্তে'নী বিচ্ছাম্য়ে ওয়াল বছরে) দরূদ পাঠ করত চুম্বন করা পবিত্র হাদীস ও ফকিহগণের ক্বওল ও উক্তি মোতাবেক উভয়ের উপর আমল হয়ে গেল। ফোক্হায়ে কেরাম আঙ্গুল চুম্বন করাকে মুস্তাহাব বলেছেন আর পবিত্র হাদীসে আজানের সময় শাহাদাতের বাক্য শ্রবণে দরূদ পাঠ করা সুন্নাত বলে প্রমাণিত।

মহান আল্লাহর নাম শ্রবণে জাল্লা জালালুহু বলা মুস্তাহাব পক্ষান্তরে রাসুলের নাম শ্রবণে দরূদ শরীফ পাঠ আবশ্যক

আল্লাহপাক জাল্লা শানুহুর নাম শ্রবণে جَلَّ جلالُهُ (জাল্লা জালালুহু) বলা মুস্তাহাব, কিন্তু সুন্নাত নয়। পক্ষান্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নাম মোবারক শ্রবণে দরূদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যক। আল্লাহর নাম মোবারক শ্রবণে জাল্লা জালালুহু বলা আবশ্যক হওয়ার কথা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নাই। এতে করে কোন জাহেল ও অজ্ঞ একথা বুঝবে না যে, আল্লাহর সম্মানের চেয়ে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সম্মান ও তাজীম বেশী হয়ে গেছে, এটা কখনো হতেই পারে না। কারণ হচ্ছে; শরীয়তের হুকুম-আহ্কামের পরিধি জ্ঞাত হওয়া যায়

পবিত্র হাদীস ও ছালেহীন এবং সাহাবায়ে কেরামদের উক্তি দ্বারা। সুতরাং রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নাম মোবারক শ্রবণে আঙ্গুল চুম্বন করার জন্য শরীয়তের রীতি সম্মত হুকুম। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নাম শ্রবণের ক্ষেত্রে সে রকম কোন নির্দেশ নাই বিধায় আমরা চুম্বন করি না।

দ্বিতীয়তঃ হযরত সৈয়্যদুনা আদম আলাইহিচ্ছালাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র নুরে মোকাদ্দাসা আঙ্গুলের মধ্যে দেখে চুম্বন করেছিলেন।

الولد سر لابيه

অর্থাৎ পিতার উত্তরসূরী হিসাবে তার নেক কৃত কর্ম আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে বিধায় আমরা তার সুন্নাত মোতাবেক পেয়ারা আক্কা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামার নাম মোবারক শ্রবণ করতঃ আঙ্গুল চুম্বন করে থাকি।

হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম নুর মোবারক (নুরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবলোকন করে চুম্বন করেছিলেন। আর আমরা নুর মোবারক শ্রবণে চুম্বন দিয়ে থাকি, যাতে করে আমাদেরও সেই নুর মোবারকের ফয়েজ ও বরকত অর্জিত হয়। যদি আল্লাহ চাহে আমাদেরও জেয়ারতের শরাফত নসিব হয়ে যাবে। কেননা আঙ্গুল কিংবা নখ নুরে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জলক তথা আলোকরশ্মিময় স্থল। যদিও বা তার প্রকাশ সৈয়্যদুনা বাপ আদম আলাইহিচ্ছালামের যুগে হয়েছিল। তবে আমরা এখনো পর্যন্ত সেই তাছাওয়ার তথা ধ্যানের মধ্যে আছি এবং এই তাছাওয়ার খুবই উপকারে আসবে।

একটি গ্রহণযোগ্য সূক্ষ্ম ও রহস্যময় জ্ঞানতত্ত্বের বর্ণনা

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী রাহমাতুল্লাহে আলাই এর "আল্‌-মুসালসালাত" নামক পুস্তিকায় রয়েছে- এতে নিজেকে নিজে আবদুল্লাহ কল্পনা করে বর্ণনা করেছে। দ্বিতীয় বর্ণনার নাম আবুল ঈদ। এই পুস্তিকায় ফরজি কথা-বার্তা বানিয়ে কেবলমাত্র কাল্পনিক দুনিয়া (পৃথিবী) প্রতিষ্ঠা করে হাদীস বর্ণনা করেছে। কখনো বলত- আজ ঈদের দিন, যদিও বা প্রকৃত ঈদের দিন নয়। কিন্তু মাশায়েখদের সনদের মধ্যে এটি এসেছে।

আর বুখারী শরীফে একখানা হাদীস আছে যা বর্ণনা করার সময় রাবী তথা বর্ণনাকারী ওষ্ঠ নড়া চড়া করতঃ তাকে জিজ্ঞাসা করা হল ওষ্ঠ নড়ার কারণ কি? তিনি বলেন; সেই সময় রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওষ্ঠ মোবারক নাড়িয়েছেন। অর্থাৎ রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীস বর্ণনার সময় ওষ্ঠ নড়া-চড়া করেছেন বিধায় আমি করছি।

আমরা এ জন্যই বলছি যে, যেহেতু আমাদের আক্কা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নুর মোবারক তাঁর (আদম আঃ) আঙ্গুলে ছিল, সে ভাবনা ও কল্পনা এখনো পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে, এ জন্যই আঙ্গুল চুম্বন করা হয়ে থাকে।

আজান ও ইকামত প্রাসঙ্গীয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

মাসআলাঃ উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে আজান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়েছে। ইকামতের ক্ষেত্রে কি বিধান প্রযোজ্য? কেননা আজানের প্রয়োগ হাদীস শরীফে এসেছে; قال عليه السلام بين كلّ اذانين صلوة مابين

অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন; উভয় আজানের অর্থাৎ আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী নামাজ। অত্র হাদীসের মধ্যে ইকামতকেও আজান দ্বারা ব্যাখ্যা ও তা'বীর করা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে যেমনিভাবে আজানের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পবিত্র নাম মোবারক শ্রবণ করতঃ চুম্বন করা মুস্তাহাব। ঠিক তেমনিভাবে ইকামতের মধ্যেও মুস্তাহাব।

মাসআলাঃ আজানের সময় আজান শ্রবণ করা সুন্নাত এবং উল্লেখিত শব্দ দ্বারা জবাব দেয়াও সুন্নাত। আর আজানের পরে দরূদ শরীফ পাঠ করাও অনুরূপ সুন্নাত। এই সমস্ত কিছুই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

মাসআলাঃ আজানের সময় দুনিয়াবী কথা-বার্তায় লিপ্ত হওয়া, আজান শ্রবণে অমনযোগী হওয়া এবং আজানের জবাব না দেওয়া এ সমস্ত কিছুই মাকরূহ এবং খারাপ মৃত্যুর আশংখা থাকে। (আল্-হাবী লিল ফতোয়া)

মাসআলাঃ আজান ব্যতীত অন্য সময়ে কোন ভাল ও উত্তম মজলিশে পেয়ারা আক্বা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নাম মোবারক শ্রবণ করতঃ দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব। দরূদ শরীফ; صلى الله عليك يا رسول الله اللهم متعنى بالسمع والبصر (সাল্লাল্লাহু আলাইকা এয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহুম্মা মাত্তে'নী বিচ্ছাময়ে ওয়াল বছরে)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক শ্রবণাবস্থায় সাধ্যানুসারে اللهم متعنى بالسمع والبصر (আল্লাহুম্মা মাত্তে'নী বিচ্ছাময়ে ওয়া বছরে) পাঠ করতঃ আঙ্গুল চুম্বন পূর্বক চোখে লাগানো অতীব বরকতময় এবং প্রেম প্রাঞ্জলতা, সর্বোপরি সর্বোত্তম মুস্তাহাব ও মুস্তাহাসান। বুজুর্গ ও নেক আকাবের ওলামাদের হতে প্রমাণিত। যাদের অন্তর ও হৃদয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সর্বোচ্চ শান-মর্যাদা শূন্য এবং অহংকারী ও লড়াকু, বেআদব ও শিষ্টাচারহীন সেই সমস্ত হযরতগণ এই মাসআলা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করে গড়দান ফিরিয়ে নিয়ে থাকে।

মাসআলাঃ আজান শেষে মুয়াজ্জিন এবং শ্রোতা দরূদ শরীফ পাঠ শেষে নিম্নোক্ত মোনাজাত পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ . سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ ن
الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ ن الَّذِىْ
وَعَدْتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادِ .

অন্য বর্ণনায় وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ এর স্থলে وَاجْعَلْنَا فِى شَفَاعَتِهٖ বলা হয়েছে।

(ছগিরী, কবিরী, শামী ১ম খন্ড, বাহারে শরীয়ত ৩য় খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা, রাহে নাজাত, রুহুল ঈমান ওয়াল ইসলাম ৩৪ পৃষ্ঠা)

মাসআলাঃ আজানের পর মোনাজাতে হাত তোলা সুন্নাত। সাধারণ দোয়ায় হাত তোলার দলিলের ভিত্তিতে। (ইমদাদে ফতোয়া)

অধম (লেখক) অত্র পুস্তিকায় অধিকাংশ আ'লা হযরত আজীমুল বরকত মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত সৈয়্যদুনা ইমাম শাহ্ আহমদ রেজা খান কদ্দাদ্দা ছিররুহু রচিত "নাহজুচ্ছালামা ও মুনীরুল আইন" নামক কিতাব হতে এবং শাইখুত তাফসীর উস্তাজুনাল মোকাররম উস্তাজী সৈয়্যদুনা আল্লামা মুহাম্মদ ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী মাদ্দা জিল্লুহুল আলী'র রচিত" তাক্বীলুল ইব্হেমাইন" নামক কিতাব হতে দলীল সংগ্রহ করেছি।

যদি কোন ব্যক্তি এই মাসআলা সম্পর্কে আরো অধীক দলীল সম্পর্কে ওয়াকিফ হতে চাও। তবে নিম্নের কিতাবসমূহ গবেষনা করার অনুরোধ রাখছি।

ইমাম সৈয়্যদ আবু তালেব মক্কী রচিত কু'তুল কুলুব, তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফ, হাশিয়ায়ে জালালাইন শরীফ, রদ্দুল মোখতার, শামী, ফতোয়ায়ে জাওয়াহের, ছেরাজুল মুনীর, ফতোয়ায়ে সুফীয়া, ফতোয়ায়ে মেফতাহুল জানান, সালাতে মাসউদী, মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (রহঃ) রচিত মসনবী শরীফ, জামেউর রুমুজ, কানজুল উব্বাদ, মোল্লা

আলী ক্বারী রচিত মাওজুআতে কবীর, আল্-মাকাছেদে হাসনা, দাইলামী ফিল ফেরদাউস, ইমাম আল্লামা মুহাদ্দেছ তাহের ফেত্নী রচিত তাকমেলা বেহারুল আনওয়ার, আল্-মোজমেরাত, মেরকাত শরহে মেশকাত, এয়ানাতুত্ - ত্বালেবীন, ফেক্হে শাফেয়ী, শরহে কেফায়াতুত্- তালেব, ফেক্হে মালেকী, তহ্তাবী হাশীয়া মারাকীয়ুল ফালাহ, ফতোয়ায়ে আবদুল হাই, কুহস্তানী, হাওয়াশী রমলী আ'লা বাহ্রুর রায়েক ইত্যাদি।

ولـلّه الحمد حمدًا كثيراً وصلى الله على سيدنا وشفيعنا ورؤفنا
ورحيـمنـا وكريمنا رحمةً للعالمين محمد . مـصطفى احمد مجتبى
صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين ، امين .

সমাপ্ত

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)